দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 26 MAY 2015 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৬ ...

বিশ্ববিদ্যালয়ের মানহীনতার জন্য কে দায়ী

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল মান্নান শনিবার এক সংবর্ধনা সভায় বলিয়াছেন, উচ্চশিক্ষা লাভে আমাদের অর্জন অনেক। কিন্তু শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা যায় নাই। তাই মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ পিছাইয়া রহিয়াছে। তিনি আরও বলেন, ভারত ও চীন মানবসম্পদকে কাজে লাগাইয়া পরাশক্তিতে পরিণত হইয়াছে। আমাদেরও এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে সত্য ভাষণ। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্জন রাজনৈতিক আন্দোলনে যতটা, অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কিংবা মানববিদ্যার তাত্ত্বিকতায় ততটা নাই। অন্যদিকে শিক্ষার মান অর্জনের পরিবর্তে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শিক্ষাকে পণ্য হিসাবে বিক্রয় করিতেছে, ব্যবসায়িক দিকটিই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। তবে এই সকল ব্যর্থতার দায় সকলেরই। গুণগত মান নিশ্চিত করিতে সরকার, ইউজিসি কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিনির্ধারক ও শিক্ষক সমাজের যে ভূমিকা রাখিবার কথা ছিল, তাহা কেহই রাখেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাই মানহীনতায় ভুগিতেছে।

প্রথমত, উচ্চশিক্ষাকে কী দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে, তাহার ব্যাপারে বাংলাদেশের নীতি নির্ধারকগণ খুব পরিষ্কার নহেন। রাষ্ট্রযন্ত্র চালাইবার জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন মানবসম্পদ। রাষ্ট্র নিজের প্রয়োজনে সেই মানবসম্পদ তৈরি করিবে। এইজন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করিবে। সেই বিনিয়োগের অন্যতম স্থল হইল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ শিক্ষা-গবেষণার বরাদ্দ না বাড়াইয়া বলা হইয়া থাকে অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধি করিবার জন্য। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণার স্থল, আয় করিবার স্থান নহে। বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হইতে চাহে। কিন্তু পৃথিবীর কোনো দেশই শিক্ষাখাতে ব্যাপক বিনিয়োগ ছাড়া উন্নয়নশীল হইতে উন্নত দেশে পরিণত হয় নাই। শিক্ষাঙ্গনে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, আধুনিক শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, গবেষণায় বিপুল বরাদ্দ না থাকিলে দেশের প্রয়োজনানুযায়ী নূতন জ্ঞানের সঞ্চার হইবে কী করিয়া? শিল্প ও বাণিজ্য খাতের উপযোগী নূতন আবিষ্কার আসিবে কোথা হইতে? একটি দেশ সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়িয়া না তুলিলে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা কিভাবে রক্ষিত হইবে? বর্তমানের জিডিপি বৃদ্ধির যেই হার, তাহা সম্পূর্ণভাবে সস্তা শ্রমের উপর নির্ভরশীল। কৃষি, তৈরি পোশাক ও শ্রমবাজারে সস্তা শ্রম বিক্রয় করিয়া বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্ফীত হইতেছে। উদ্বৃত্ত শ্রমবাজারের এই সরবরাহ অসীম নহে। যখন এই শ্রমশক্তির সরবরাহ স্থিতাবস্থায় আসিবে তখনই অনুভূত হইবে শিক্ষা ও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু এই জায়গায় আমাদের প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ নাই, ফলে নূতন জ্ঞানহীনতায় উন্নয়ন কার্যক্রম অচিরেই স্থবির হইয়া পড়িবে। ল্যাবরেটরি রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে উন্নত সরঞ্জামাদি নাই, উহাকে ঘিরিয়া বৃহৎ গবেষণা-প্রকল্প নাই। অন্যদিকে ইউজিসির কার্যক্রমে বাড়তি কোনো প্রণোদনা নাই। বরং বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ও পরামর্শে প্রতিষ্ঠানটি বাস্তবায়ন করিতেছে দীর্ঘমেয়াদী এক কৌশলপত্র, যাহাতে মৌলিক জ্ঞানের (রসায়ন, পদার্থবিদ্যা) পরিবর্তে বাজারমুখী নানান শিক্ষা কার্যক্রমের (ফলিত রসায়ন, কম্পিউটার বিজ্ঞান, ব্যবসায় প্রশাসন) দিকে গুরুত্বারোপ করা হইয়াছে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয় বৃদ্ধির বুলিই পুনর্বার আওড়ানো হইয়াছে। বেতন বৃদ্ধির মাধ্যমে গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীর পড়াশুনার পথ রুদ্ধ করিবার আয়োজন সমাপ্ত হইয়াছে। পাশাপাশি শিক্ষকদের বেতন কাঠামো হিসাবে যাহা রাখা হইয়াছে তাহা দ্বারা মানবেতর জীবনযাপনই কেবল সম্ভব। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদে ভাগ বসাইবার জন্য শিক্ষকরা দলীয় রাজনীতিতে জড়াইয়াছেন, কিংবা বাড়তি উপার্জনের জন্য এইখানে-ওইখানে দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন। অতীতে রাজনীতিবিদরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবীদের নিকট আসিতেন পরামর্শের জন্য। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা রাজনীতিবিদদের কাছে গিয়া ধরনা দিয়া থাকেন উপাচার্যসহ বিভিন্ন পদে নিয়োগ পাইবার লোভে।

শিক্ষার মান এমনি এমনি অর্জিত হয় না। শিক্ষার একটি দর্শনগত দিক থাকে, নীতিগত দিক থাকে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় শিক্ষাকে ঠিক কীভাবে কাজে লাগানো যাইবে, সেই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকিতে হইবে নীতিনির্ধারকদের। বিশ্ববিদ্যালয় কেবল ক্লাস লইবার স্থান নহে। আর নামমাত্র গবেষণা দ্বারা উন্নয়ন উপযোগী নূতন জ্ঞান সৃজিত হইবে না। এইজন্য প্রয়োজন বিপুল বিনিয়োগ। আমরা সম্ভবত উল্টা পথে হাঁটিতেছি। শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি না করিয়া আমরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেই বলিতেছি, নিজের খরচ নিজে বহন করিতে। ইহাতে বোঝা যায়, কেন্দ্রীয় উন্নয়ন ভাবনায় শিক্ষাকে সঙ্গে রাখিয়া নীতি নির্ধারকরা সামনের দিকে হাঁটিতেছেন না।